সংবাদ।

তারিখ ২৪।১১।৮১
পৃষ্ঠা কলাম

রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী বিচারপতি সাত্তারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

বিচারপতি আবদুস সাত্তার ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতায় পড়াশোনা করেন। এম, এ ও বি,এল ডিগ্রী লাভের পরে তিনি ১৯২৯ সালে কলকাতায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি ১৯৩৯ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও ১৯৪০-৪২ সালে কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাইবুনালের এ্যাসেসর মেম্বার ছিলেন। ১৯৪১ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট হন এবং ১৯৪৫ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিযুক্ত হন।

১৯৫০ সালে বিচারপতি সাত্তার এ্যাডভোকেট হিসেবে ঢাকা হাইকোর্টে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে তিনি পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে বিচারপতি সাত্তার পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ও শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন ১৯৫৭ সালে তাকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের ও ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিযুক্ত করা হয়। ১৯৬৯ সালে তিনি পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হন।

বিচারপতি সাত্তার ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ জীবনবীমা কর্পোরেশনের পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান ও ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সাংবাদিক বেতন বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি আন্তর্জাতিক আদালতে বাংলাদেশ জাতীয় গ্রুপের মনোনীত সদস্যদের আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল এ্যাণ্ড ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্সের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

১৯৭৫ সালের পর তিনি রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী হন। ১৯৭৭ সালের ৩রা জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হবার আগে পর্যন্ত তিনি আইন ও পার্লামেন্টারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হবার পরে দেশের সংবিধান অনুযায়ী বিচারপতি সাত্তার ১৯৮১ সালের ৩০শে মে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে কতিপয় বিপথগামী সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীর ৪৮ ঘন্টার বিদ্রোহ সাফল্যের সাথে দমন করা হয় ও দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা হয়।

বিচারপতি সাত্তার রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক ও এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দীর সাথে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পরলোকগত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের দেশে পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৮ সালের গোড়ার দিকে বিচারপতি সাত্তার জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৫ সালের অভ্যুত্থানের পরে এটিই হচ্ছে প্রথম জাতীয়তাবাদী দল। এই নয়া পার্টি জাগদলই পরে দেশের বৃহত্তম গণমুখী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশী ন্যাশনালিষ্ট পার্টি (বিএনপি) প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা যোগায়। বিএনপি প্রতিষ্ঠায় বিচারপতি সাত্তারের সুযোগ্য নেতৃত্বে ও সুক্ষ্ম রাজনৈতিক বিচারশক্তির যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বিএনপি ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভ করে। বিএনপির চেয়ারম্যান পরলোকগত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তার ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী বিচারপতি সাত্তারকে পার্টির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত করেন। জিয়াউর রহমান নিহত হবার পরে বিচারপতি সাত্তার ক্ষমতাসীন বিএনপি'র অস্থায়ী চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

বিচারপতি সাত্তার হজ্জ পালন করেছেন। তিনি বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় ও এশীয় দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সফর করেন। সমাজ সেবায় তার আগ্রহ রয়েছে। পড়াশোনা করা ও বাগান করা বিচারপতি আবদুস সাত্তারের অবসর সময়ের সখ।